বড় মাছ ছোট মাছ

রতন শিকদার

‘একটা মাছ অন্য একটা ছোট মাছকে গিলে খেয়ে ফেলে জানেন ?’ অমিতের দিকে ফিরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রসন্ন চায়ের দোকানের ছেলেটাকে বলল, ‘আমারটাতে চিনি একদম বাদ।’ তারপর কপালে কয়েকটা ভাঁজ তুলেচশমার ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে আবার অমিতের দিকে তাকাল। উত্তরের অপেক্ষায়।

অমিত ওর মুখের দিকে একটু সময়ের জন্য তাকাল। তারপর চোখের দৃষ্টিটাকে হালকা মেঘের মত অনেক দূরেভাসিয়ে দিল। অ াসলে ও সময়ের সিঁড়ি বেয়ে পিছিয়ে গেল সেই শেল ফ্রেমের চশমা সৌখিন নকসার পরিপাটি করে আঁচড়ানো মাথা-ঠাসা ঝাঁকড়া চুল, দুর্গাঠাকুরের মত ঘাম-তেল-মাখা-চেহারার ওপর চাপানো ধোপদুরস্ত পোষাক। না এসবের কিছুই প্রসন্নের বর্তমান চেহারার ধরা পড়ছে না। শুধু ধরা পড়ছে ওর অতি উজ্জ্বহ চোখ দুটো। পনেরো বছর আগে দেখা সেই চোখ। বৃষ্টিস্নাত বিকালের পরে পুবের আকাশে ওঠা সন্ধ্যাতারার মত ঝক্‌মক্‌ করত ওর চোখদুটো। আজ সে দুটি চোখ সময়ের প্রলেপে সামান্য জলুস হারিয়েছে।

প্রসন্নের সাথে অমিতের আজ প্রায় সাত বছর পর দেখা। বছর আটেক আগে পর্যন্তও অমিতদের পত্রিকার ছাপাই বাঁধাই সব কাজ করত প্রসন্ন। আরও সাত-আট বছর আগে অমিত ওকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে বললে ভুল বলা হবে। অমিতের কলেজের যোগেনদাই অমিতকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওর কাছে। ওর বাঁধাই কারখানায়। প্রসন্নর তখন মধ্যযৌবন। যেমন চলনে-বলনে তেমনই কাজে-কর্মে একেবারে নিখুঁত।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের ওই বাড়িটা ওদের দখলে এসেছিল যোগেনদার অনুগ্রহে। পুরানো দোতলা বাড়ি। একতলায় ছোট্ট গ্যারেজ ঘর। ওখানেই শু হয়েছিল প্রসন্নের কারখানা। কীভাবে যে ওবাড়ির মালিকানা প্রসন্নের মতসর্বহারাদের হাতে এসেছিল তা ঠিক অমিত জানত না। তবে এক সময় যোগেনদাদের দলের লোকেরা অনেক সরকারি-বেসরকারি জমিবাড়িই দখল করেছিল। শুধুমাত্র সদলবলে ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে। প্রসন্নর মত অনেকেই সেই বাড়িটাতে শুকরেছিল নানা ব্যবসা। সবই টেকেনি। প্রসন্ন গিয়ে টিকে গিয়েছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ওর ব্যবসাটা।

অমিতদের চোখে তখন বিপ্লবের স্বপ্ন। কথায় - কাজে - চোখে - মুখে উপচে পড়ছে উদ্যম। উচছ্বাসের ফেনিল প্রকাশ। তখন নতুন কিছু করার তাগিদে ওরা সব শক্তি উজাড় করে দিতে পারে । কলমের জোরে সমাজটাকে বদলে দেবার স্বপ্ন দেখে। অমল-বিমল-কমল-অমিত সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে প্রকাশ করে দু-তিন ফর্মার পত্রিকা।প্রসন্ন বলত, ‘দাদা আমিও আপনাদের দলে। আপনাদের পত্রিকার কাজ করে দিয়ে আপনাদের আন্দোলনের অংশভগিদার হয়ে লড়ে যাব।’

অমিতেরা ভাবত তারা ছোট পত্রিকার লোক। ছোট ব্যবসাদার তো তাদেরই লোক। ওদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই তো লড়াই চ ালিয়ে যেতে হবে। তাই আমিত-প্রসন্নরা সেদিন একজোট।

বেশ কবছর এভাবেই চলেছিল। দেখতে দেখতে অমিতদের পত্রিকার কলেবর বঙ্কিম উপন্যাসের নায়ক নধরকান্তি জমিদার তনয়ের মত হয়ে ওঠে। মাস মাইনেতে বাঁধা পড়ে পত্রিকার প্রুফরিডার। অমিত কলেজে ইংরাজিপড়াবার চাকরি পায়। ইংরাজিতে ভাল বলতে - কইতে - লিখতে পারত। সেই সুবাদে বেশ কটি বহুজাতিক সংস্থার মোটা অঙ্কের বিজ্ঞাপন ওর পত্রিকার মূলধন বাড়াতে থ াকে। ছাপাই বাঁধান-এর কাজে নতুনতর পদ্ধতির প্রয়োগ হতে থাকে অমিতদের পত্রিকায়। কলেজ স্ট্রীটের নামি-দামি বই-এর দোক ানে আর রেলস্টেশনের স্টলে উজ্জ্বল আলোর নিচে শোভা পেতে থাকে ওদের পত্রিকা। ওদের বিশ্বাস ওরা প্রগতিশীল লেখালেখিই বেশি দিত। তবে পাঠকের চাহিদার কথা মনে রেখে মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্ককে যৌনতার রসের কড়াপাকে সিক্ত করে পরিবেশন করাথেকেওবিরত থাকে না। ওদের আর্থিক প্রগতির লেখচিত্রের ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখিনতা লক্ষ্য করে অনেক ছোট পত্রিকার চোখ টাটাতে থাকে। আমিতেরা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত ওপরে ওঠবার সিঁড়িটা তারা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল। কারও কঁ াধে ভর দিয়ে ওরা ও জায়গাটাতে পৌঁছয়নি।

অমিতেরা প্রসন্নর ওখান থেকে কাজটা তুলে নিয়েছিল। বলা চলে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ প্রসন্ন যুগের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। ও চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। অমিতেরা কিন্তু প্রগতিশীল। অমিতেরা পেরেছে প্রগতির গতির সাথে ত াল মিলিয়ে চলতে। অমিতেরা তাই প্রসন্নদের মত লোকেদের ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অমিত বলত, ‘প্রসন্ন তোমার অবস্থা এ

দেশের চটকলগুলোর মত। উদ্‌বৃত্ত মূলধনের কিছুই তোমরা আধুনিকীকরণে ব্যয় করনি। কীভাবে তোমরা এই ঝিায়নের যুগে টিঁকে থাকবে?

প্রসন্ন উত্তরে বলেছিল, 'দাদা শ্রমিক সঙ্কোচন করে কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি আনব বলুন তো? এতো আমার নীতির পরিপন্থী।

অমিত বলেছিল, 'এটা জেট্ এজ, বুঝলে প্রসন্ন, সবাইকে জেট্ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।যে পারবে না সে প্রতিযোগিতার দৌড়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়বে। স্রোতের বিপরীতে চলতে চলতে পাকা সাঁতার হাত পা-ও এক সময়ে অবশ হয়ে যায়। তখন আর সে সাঁতার কাটতে পারে না। তাকে ডুবে মরতেই হয়।'

প্রসন্ন কিছু বলতে পারেনি। ও একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিল বলে মনে হয়।

আজ হঠাৎ এভাবে এখানে প্রসন্নর সাথে দেখা হয়ে যাবে অমিত সেকথা ভাবেনি। প্রসন্নকে সে না চিনবারই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভীষণ কিছু কথা বলা ওর চোখ দুটোই চিনতে বাধ্য করল। এই এগিয়ে এসে বলল, 'দাদা চিনতে পারছেন না আপনাদের এক সময়ের সংগ্রামের সাথীকে ? আমিও তো আপনাদের সাথে সাথে লিটল্‌ম্যাগের লড়াই চালিয়ে গেছি এক সময়। তারপর কেমন আছেন? লিটল্‌ম্যাগ বাণিজ্য কেমন চলছে?'

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গিয়েছিল প্রসন্ন। অমিত কী উত্তর দেবে। প্রথম ধাক্কায় তার নিজেকে মনে হল কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এক আসামী। গণ আদালতে তার বিচার হচ্ছে। সর্বহারার এক প্রতিনিধি তাকে জেরা করছে। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে তার জন্য বরাদ্দ হবে চরম শাস্তি। ধাতস্থ হতে খানিক সময় লাগে অমিতের। তবে সে তো পোড়খাওয়া লোক। তার তথাকথিত প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধবরাই তো এখন সব কিছু পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। সে নিজেও তো প্রগতিশীল। তবে প্রসন্ন কেন তাকে প্রতিবিপ্লবী বলে গণ আদালতে বিচার করবে?

বারো - তেরো বছর আগের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে অমিতের। প্রসন্নের মায়ের অসুখ। অমিত নিজে তার চিকিৎসার তদারকি করেছে। হাসপাতালে রাতের পর রাত জেগেছে। শুধু ওষুধ-পত্তর কিনে দেওয়াই নয় প্রসন্নদের হেঁসেলের যোগানও দিয়ে গেছে অমিত।

শেষবার যখন তার সাথে প্রসন্নর দেখা তখন সে খুবই ব্যস্ত। সবে ট্যাকসিতে উঠতে ছাচ্ছে। প্রসন্নর ছেলেটার অসুখের কথা শুনেও তার পক্ষে বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি সেদিন। একটা পার্টির কাছে পৌঁছতে দেরি হলে তার পত্রিকার দু'হাজার টাকার এ্যাড্ ফস্কে যেত। পত্রিকাটাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই ওই সময়ে সময় নষ্ট করবার মত সময় অমিতের কোথায় ! তবে হ্যাঁ, ট্যাকসি স্টার্ট দেবার আগে জোর করে প্রসন্নর হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিয়েছিল অমিত ওর ছেলের চিকিৎসার জন্যে। প্রসন্ন কি সে কথা ভুলে যেতে পারে? মুখে খানিক হাসি নিয়ে অমিত বলল, আরে প্রসন্ন ! ভাই তোমাকে কি ভুলতে পারি ? তুমিতো আমার দীর্ঘদিনের লড়াই-এর কমরেড। চল, চা খেতে তোমার সব কথা শুনবো।

অমিতের মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধেছে। তবে কি প্রসন্ন মাৎস্যন্যায়ের কথা বলছিল? ওকি তাকে সেরকম বড় মাছ মনে করল না কি? সেই বড় মাছ যা ছোট ছোট মাছকে খেয়েই বড় হয়েছে?

অমিত এসব ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানের বেঞ্চিটাতে বসে খানিক বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। চমকে উঠল প্রসন্নর ডাকে, 'কী হল দাদা। কী ভাবছেন অত ? এতদিন বাদে দেখা হল। কিছুতো বলুন।'

প্রসন্নর ডাকে অমিতের চমক ভাঙল। চোখ মেলে প্রসন্নকে দেখে তার মনে হল একটা শীর্ণ পলতালতা হিল হিল করে সাপের মত তার সামনে দুলছে। তবে তা থেকে বিষ নয়, ষড় রসের কেবল তিক্তরসের নির্যাস পাওয়া যেতে পারে। দুর্বল লতাটি একটি সবল খুঁটির আশ্রয় চাইছে। তবে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

অমিত প্রসন্নকে বলল, 'তোমায় এ অবস্থায় দেখে কেমন যেন লাগছে। তুমি মাছের মাছকে গিলে ফেলার কথা কী যেন বলছিলে না ? ওটা কী ব্যাপার? একটু খুলেই বল না।'

প্রসন্ন বলতে শু করল। ওর বই বাঁধাই কারখানা ভালই চলছিল। ওর একার পক্ষে সামলান সম্ভব ছিল না। লেটার প্রেসের কম্পোজ - ছাপাই - সেলাই - বাঁধাই - কাটিং - চাপান দেওয়া কত ধাপে কত কাজ ! তিনজন লোক, ও ছাড়া ! অমিততো তাদের কাজের সময় নিজেও কতবার হাত লাগিয়েছে। কখনও কভারে আটা লাগান, কখনও কাটিং মেসিন চালান। এসব কাজ নিজের মনে করেই করেছে অমিত। অমিত লক্ষ্য করল প্রসন্ন ওই লোকগুলো সম্বন্ধে শ্রমিক কর্মচারী কথাটা ব্যবহার করল না। তারা ওর সহকর্মী বা সহযোগী ছিল। ওদের মধ্যে শ্রমিক মালিক কোনও সম্পর্ক ছিল না। যেন এক সমবায় প্রতিষ্ঠান। শ্রমের পরিবর্তে সমান অনুপাতে লভ্যাংশ ওরা নিজেদেরমধ্যে ভাগ করে নিত।

কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চলল না। যে যোগেনদা প্রসন্নদের ব্যবসা পত্তন করতে সাহায্য করেছিলেন, সেই যোগেনদার দলই বৃহত্তর স্বার্থে ওদের একদিন ওখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন। একদিন প্রসন্নকে ডেকে যোগেনদা বললেন, 'তুমিতো নিজের চোখেই দেখছ ইউনিয়ন এখন কত বড় হয়েছে। সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের লড়াই -এর হাতিয়ার আমাদের ইউনিয়ন। ইউনিয়নের কাজে একন কত লোক দিনরাত খেটে চলেছে। এই ছোট বাড়িটার দোতলায় সবার বসার স্থানেরও সঙ্কুলান হয় না।

প্রসন্ন কোনও কথা বলে না। শুধু ভাবে যোগেনদার কথাই ঠিক। ইউনিয়ন অফিসে কম্পিউটার বসেছে। ইউনিয়নের এখন গাড়ি হয়েছে। যোগেনদার কথার ইঙ্গিত প্রসন্ন সহজেই বুঝতে পারে। তাছাড়া সে তো নিজের চোখেই দেখছে একজন শ্রমিক দরদি প্রোমে াটার এখন যোগেনদাদের সহযোগী। তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় ইউনিয়ন অফিসের পুরানো বাড়িটা ভেঙে ফেলে তৈরি হবে বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক কাঠামোর এক বাড়ি। নতুন বাড়িতে কোনও কারখানা থাকবে না। প্রসন্নর ট্রেডল মেসিনের ছাপাখানা, ইসমাইলের প্লাস্টিকের বোতাম তৈরি কারখানা সবাইকে উঠে যেতে হবে ইউনিয়নের বৃহত্তর স্বার্থে। তাছাড়া ওই কারখানাগুলো ভীষণভাবে পরিবেশ দূষণ করত। সেজন্যে ওদের ঠাঁই হল না ওখানে। তবে যোগেনদারা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তাইতো প্রসন্নদের হাতে একক ালীন নগদ কিছু টাকা তুলে দিয়েছেন। ।

প্রসন্ন তো ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিল। আর তার বিনিময়ে তাই ওই বাড়ির ওপর তার স্বত্ত্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। বড় শ্রমিক ইউনিয়নের স্বার্থে ক্ষুদ্র শ্রমজীবিরা দধীচির মত আত্মত্যাগ করে এক অদ্ভুত নজির সৃষ্টি করেছে। তারপর থেকে প্রসন্ন যেন তার কারখ ানার প্রেসিং মেসিনের দুই চোয়ালের মাঝখানে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। একেই কি প্রসন্ন বলতে চেয়েছিল বড় মাছ হয়ে ছোট মাছকে গিলে খাওয়ার কথা।

প্রসন্নর এসব কথা শোনার পর অমিত খানিক নিশ্চিন্ত হয়। তাকে উদ্দেশ্য করে প্রসন্ন নিশ্চয়ই ওই উক্তিটি করেনি। অমিত ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছিল। গেঞ্জির নিচে বয়ে যাওয়া ঘামের ফল্গুধারা। কে যেন একমুঠো কালো সুড়সুড়ি পিঁপড়ে তার গেঞ্জির নিচে দিয়েছে। পিঁপড়েগুলো উপর থেকে নিচের দিকে সুড়সুড় করে নেমে যাচ্ছে। তাদের সুড়সুড়িতে অমিতের বেশ মজা লাগে।

প্রসন্নের কথা শেষ হবার পর থেকেই অমিতের বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। ওর মনে হল যে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ওর মনটাকে জুড়িয়ে দিল। তার বেশ আরাম বোধ হতে লাগল। তবে আগে কি অমিত ভয় পেয়েছিল? কিন্তু তার ভয় পেলে চলবে? অমিত কথায় ও ভাবে প্রকাশ করল যে অন্যায় দেখে সে ভীষণ উত্তেজিত। প্রকাশ্যে বলল, 'প্রসন্ন তুমি তো ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছ। ইতিহাসে মাৎস্যন্যায় অনেক ঘটেছে। তবে শেষ পর্যন্ত ছোট মাছেরাও তো খে দাঁড়িয়েছে। আর আধুনিককালে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর াইতো তাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে। তুমি তো জান প্রসন্ন আমার কলমের জোর কতখানি।'

এই মুহূর্তে পিঠের সুড়সুড়ির আরামটা অমিত বেশ উপভোগ করেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার পরেও বেস আরাম বোধহয়। অমিতের সারা শরীরে একটা তৃপ্তিকর অনুভূতির স্রোত নেমে যাচ্ছে।

অতঃপর প্রসন্ন অবগত হইল অমিতের পত্রিকার আগামী সংখ্যায় পোখরানের আণবিক বিস্ফোরণের অপেক্ষা শক্তিশালী এক বিস্ফে ারণ সংঘটিত হইবে।

পত্রিকার মাধ্যমে জেহাদ ঘোষণা করা হবে। প্রসন্নদের বিদ্ধে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান হবে। আগামী সংখ্যা এক হাজার কপি বেশি ছাপা হবে। অমিতের কাগজ বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-শিক্ষক-যুবক-যুবতী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

অমিত কি উত্তেজনায় কাঁপছে?